৫।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR. 1-5 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ২

## আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

# সংস্কার জটিল প্রক্রিয়া ঃ তা বাস্তবায়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সংস্কার একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া। কেবল সরকারের একার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সকল রাজনৈতিক দল, গণপ্রচার মাধ্যম, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক কমিটি, লেখক, বুদ্ধিজীবীসহ সিভিল সোসাইটির সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গতকাল রোববার সকালে 'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করছিলেন। ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের সহযোগিতায় জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন স্থানীয় একটি হোটেলে এ সেমিনারের আয়োজন করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ডেভিড ই লকউড এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হকও বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ, জবাবদিহি ও সৎ জনপ্রশাসন প্রয়োজন। তার সরকার প্রশাসনিক সংস্কারে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ইতোমধ্যে তার কাছে ১৬টি সুপারিশ পেশ করেছে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়নযোগ্য বলে পত্রিকার মাধ্যমে জনমত প্রকাশিত হয়েছে এবং সুধী ও বিজ্ঞজন মহলে সমাদৃত হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে জনজীবন আরো সহজ ও বিড়ম্বনামুক্ত এবং প্রশাসন আরো দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি হবে। এ কারণে কমিশনের সুপারিশমালা নীতিগতভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেসরকারি খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, সকল প্রকার অপচয় রোধ, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস, দুর্নীতি রোধ, জনবল পুনর্বিন্যাস ও যুক্তিযুক্তকরণ, জনপ্রশাসন বিষয়ে সংসদীয় তত্ত্বাবধান জোরদারকরণ এবং সর্বোপরি জনপ্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রবর্তন অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। কার্যপরিধি ও কার্যপদ্ধতির আলোকে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনের মাধ্যমে আরো সুপারিশ পেশ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনের সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান সর্বাগ্রে এবং দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা তাদের সার্বিক নির্দেশনায় মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সরকারের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। তিনি বলেন, একটি অর্থবহ জনপ্রশাসন ব্যবস্থার জন্য গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করা সর্বাগ্রে দরকার। এজন্য সমাজের নিম্নপর্যায় পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি বা পদ্ধতির সম্প্রসারণ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর পূর্বশর্ত হলো জনগণের ভোটাধিকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করেছি। এজন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্দিষ্ট সময় অন্তে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবর্তিত হয়েছে বিকেন্দ্রীকৃত ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে বিপুলসংখ্যক জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সিটি করপোরেশন ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এসব স্থানীয় সংস্থায় সরাসরি ভোটে প্রথমবারের মতো মহিলাদের নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে সমাজে অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটেছে, ঘটছে নারীর ক্ষমতায়ন। এই জাগরণ আমাদের দেশে গণতন্ত্রের ভিত শক্ত ও স্থায়ী করতে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি সত্যিকার জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে হলে আমাদের জাতীয় সংসদকে, খুবই কার্যকর ও শক্তিশালী করতে হবে। প্রশাসনের উপর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা জাতীয় সংসদের তদারকি জোরদার করা দরকার। এই লক্ষ্যে আমরা সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছি। মন্ত্রীদের স্থলে সংসদ সদস্যদের এসব কমিটির চেয়ারম্যান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া সংসদ সদস্যরা যাতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নানা বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন, সে জন্য সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর ঘন্টা চালু করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে একে স্বাধীন দেশের সমাজ চাহিদা, জাতীয় উন্নতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের প্রশাসন হবে জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলে নিয়োজিত জাতীয় উন্নতি- সমৃদ্ধির সহায়ক প্রশাসন। জনগণকে শাসন করার জন্য নয়, প্রশাসন হবে জনগণকে সেবার জন্য। এই প্রশাসন ব্যবস্থাকে হতে হবে দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক; দুর্নীতিমুক্ত, স্বল্প ব্যয়, সুশৃংখল ও গতিশীল। কিভাবে এরূপ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে ভেবে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী আইন প্রণেতা, নীতিনির্ধারক, পণ্ডিত, গবেষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের প্রতি আহ্বান জানান।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হক বলেন, একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধনের জন্য উদ্দেশ্য, প্রতিশ্রুতি ও কর্মপ্রয়াস দরকার। প্রশাসনিক সংস্কার ব্যতিক্রম কিছু নয়। কল্যাণমুখী সরকার তাকে বলে, যে ভাল কাজ করে এবং ব্যয় করে কম। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের সরকার গঠন করা খুবই কঠিন কাজ। তিনি বলেন, প্রশাসনিক সংস্কার করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত সামাজিক আন্দোলন দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইউএনডিপির (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি) আবাসিক প্রতিনিধি ডেভিড ই লকউড বলেন, ১৯৯১ সালের পর থেকে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের শিকড়কে গভীরে প্রোথিত করার পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সাফল্যজনকভাবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে আমরা দেখেছি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভোটাধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ব্যাপক সংস্কারের ক্ষেত্রে আপনার সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আর্থিক সহায়তা দিতে সব সময় প্রস্তুত। কিন্তু এ দেশের জনপ্রশাসন এবং তার অযোগ্য আমলাতন্ত্রের হাতে এই সংস্কার কর্মসূচি জিম্মি হয়ে আছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, পানি সম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী লেঃ জেনারেল (অবঃ) নুরুদ্দিন খান, আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, আবদুল মান্নান এমপি, আবদুল জলিল, ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, গণতন্ত্রী পার্টির সাবেক সভাপতি আহমদুল কবির, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পৃথক দুটি কর্ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, পানি সম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

প্রথম অধিবেশনে 'বাংলাদেশের জন-প্রশাসন ঃ দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাব-দিহিতা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ।

দ্বিতীয় অধিবেশনে 'বাংলাদেশে প্রশা-সনিক পুনর্গঠন ও বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন' শীর্ষক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনপ্রশাসন পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য আমিনুল ইসলাম।

প্রথম অধিবেশনে মূল বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন কমনওয়েলথ সচিবালয়ের উপদেষ্টা স্যার কেনেথ স্টো, পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ হারুন-অর রশীদ, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, সাবেক সচিব নুরুন্নবী চৌধুরী, এফবিসিসিআই-এর সদস্য আবদুল হক, ইণ্ডিয়ান সরকারের সাবেক সচিব এনআর রঙ্গনাথন প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, শুধু সরকার ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সুন্দর প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আর এ জন্য প্রয়োজন মন্ত্রী, আমলা থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বচ্ছতা ও জবাব-দিহিতা। প্রশাসনের পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইতিবাচক দায়িত্ব পালন করা উচিত।